## সংবাদ বিবৃতি

# বান্দরবানে কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) এর বিরুদ্ধে চলমান যৌথ অভিযানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগঃ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর আহবান

**[২৯ এপ্রিল ২০২৪]** কেএনএফ এর বিরুদ্ধে পরিচালিত যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এইচআরএফবি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। একইসাথে কেএনএফের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে ফোরাম। কেএনএফের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে সাধারণ মানুষ যাতে কোনোভাবেই হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার ও যৌথ বাহিনীর কাছে ফোরাম আহবান জানাচ্ছে।

এ মাসের শুরুতে বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলার সোনালী ব্যাংকের দু'টি শাখায় এবং কৃষি ব্যাংকের একটি শাখায় কেএনএফ-এর সশস্ত্র দলের নেতৃত্বে ব্যাংকে হামলা, টাকা লুট, রুমা শাখার ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ, ব্যাংকের সিকিউরিটির দায়িত্বে নিয়োজিত গার্ড, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের ওপর আক্রমণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার ন্যায় ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে। এসব সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে গত ৭ এপ্রিল থেকে যৌথ বাহিনী বান্দরবান এলাকায় ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে কেএনএফ সদস্য বা এর সাথে সম্পৃক্তরা ছাড়াও বম ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের নির্বিচারে আটক, গণগ্রেপ্তার ও নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের গতি কমিয়ে দেয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে। ব্যাপক তল্লাশি, গুলিবর্ষণ আর নির্বিচারে আটকের কারণে সাধারণ মানুষ আতংক ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা স্থানীয় জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে যেমন, ৫কেজির বেশি চাল কিনতে বাধা দেয়ার মত অভিযোগ উঠেছে। আরো জানা গেছে যে, নিরাপত্তা বাহিনীর চলমান কেএনএফ বিরোধী অভিযানে গত ৭ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১১১ জনকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জন শিশুও রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে কেএনএফের সাথে সম্পৃক্ত ৫ জন এবং অন্যান্য সকলে নিরীহ সাধারণ নাগরিক বলে আটক ব্যক্তিদের স্বজনরা দাবি করছেন। জানা গেছে, এদের মধ্যে ১৩ জন ত্রিপুরা এবং ৫ জন মারমাসহ মোট ২৩ জনকে আটকের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকেও গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। বম ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নাগরকিদের প্রতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ সংবিধানের ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা), ২৮(১) (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য), ৩১ (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার), ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ), ৩৫(৫) (বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ),৩৬ (চলাফেরার স্বাধীনতা) অনুচ্ছেদসমূহ এবং একইসাথে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া আটক এবং রিমান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ মনে করে যে, বিভিন্ন পক্ষের সাথে ফলপ্রসূ সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। একইসাথে এও দাবি জানাচ্ছে যে, কেএনএফ এর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অভিযানে সাধারণ জনগণ যাতে কোন ধরণের হয়রানি, নির্যাতন বা নিরাপত্তাহীনতার শিকার না হয়, এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারসমূহ যেন কোনভাবে লঙ্ঘিত না হয় তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। ফোরাম সরকারের কাছে, বান্দরবানে কেএনএফের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের কারণে উত্থাপিত সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখার এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

**Secretariat:**
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | HRFB Email: hrfb.20@gmail.com | Website: https://hrf-bd.org/
**Experts:**
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
**Forum Members:**
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).